টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নে বাংলাদেশে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা-আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এর ভূমিকা

আইন ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মশক্তিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান হিসেবে আসক নিজেকে দেখতে চায়। বিগত পাঁচ বছর ধরে (২০১২-২০১৬) আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নানামুখী বিষয়াদি কাজের প্রেক্ষিতকে প্রভাবান্বিত করেছে। নতুন আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পুরাতন আইনের সংশোধন, মূল ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে সমন্বয়, আইন সেক্টরকে একটি ব্যবস্থা হিসাবে বিবেচনা করা, ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এডিআরকে ফোকাস করে এবং মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার অবনতি হলো মূল আভ্যন্তরীণ ভূমিকা পালনকারী বিষয়াদি। অন্যদিকে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহিত স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) যেখানে সম্মতি দানকারী দেশ হিসাবে বাংলাদেশ আগামীতে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।

ভিশন ২০২১-এর ৩নং আলোচ্যসূচি মোতাবেক সুশাসনের মাধ্যমে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনে নিরপেক্ষতা চর্চা; এবং এই আইনের শাসন নিশ্চিতকরণের জন্য জোর পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে মানবাধিকার পরিস্থিতির উন্নয়ন অর্জিত হতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত হতে হবে এবং রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং নির্বাহী বিভাগের কর্তৃত্ব প্রভাবমুক্ত হতে হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়া এবং পদোন্নতি হতে হবে মেধা, যোগ্যতা, জেষ্ঠতা, সততা এবং রাষ্ট্রীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে; অধিকন্তু এক্ষেত্রে রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাধান্য দেয়া হবেনা।

ভিশন ২০২১-এর ৬নং আলোচ্যসূচি মোতাবেক সমাজে নারীর ক্ষমতায়ন ও সমঅধিকার প্রসঙ্গে বলা আছে, ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতিমালা পুনপর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নারীর সম অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সমাজের সকল স্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকণের মাধ্যমে তা অর্জিত হতে হবে। ২০১০ সনের নারী নীতিমালা অনুযায়ী উত্তরাধিকার সূত্র প্রাপ্ত সম্পত্তি ছাড়া সকল ক্ষেত্রে যেমন: নিজের অর্জিত সম্পদে, ঋণ আদান প্রদান, জমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদিতে নারীর সমানাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

এই নীতিমালা অনুযায়ী সিডও সনদের পরিপন্থী আইন ও বিধিসমূহ বিলুপ্ত করা হবে। তাছাড়াও এই নীতিমালা নারী পুরুষের সমতার জন্য নুতন আইন প্রণয়নেরও অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে।

যেহেতু আসক-এর লক্ষ্য হচ্ছে মানবাধিকারের মূলনীতির ভিত্তিতে জেন্ডার সমতা, সাম্য, ধর্ম নিরপেক্ষতা, আইনের শাসন, অসাম্প্রদায়িকতা, সামাজিক ন্যায় বিচার ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে একটি সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, তাই মানবাধিকার সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং এর বাধাহীন বিকাশের জন্য একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সৃষ্টি ও বজায় রাখার লক্ষ্যে ক্ষমতাহীন জনগণের সাথে কাজ করার জন্য আসক নিজের কাছে অঙ্গীকারবদ্ধ।

এই প্রেক্ষাপটে আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক), যার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ সোচ্চার ভূমিকা পালন এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার সুরক্ষা ও প্রসারের লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়ার সফল উদাহরণ রয়েছে, একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব ও কাজের পরিধি আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত করে চলেছে। আসক সহিংসতার শিকার ব্যক্তিবর্গকে সরাসরি আইনি সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করে জাতীয় থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত মানবাধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের শক্তিশালী ভিত্তি স্থাপনের জন্য সহায়তা প্রদান করে আসছে। এখানে এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আসক বাংলাদেশে মানবাধিকার ব্যবস্থাকে সমুন্নত রাখতে বিগত ৩১ বছরে বাস্তবতার নিরিখে কর্মকৌশল, লক্ষিত জনগোষ্ঠী ও মানবাধিকার কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে স্থানীয় পার্টনার নির্বাচন, কর্মসূচি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করার মধ্য দিয়ে মানবাধিকার রক্ষা ও উন্নয়নের কাজ পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি অর্জন করেছে। বিশেষত যথার্থতা ও নিরপেক্ষতার ক্ষেত্রে উচ্চ মান বজায় রাখা ও আত্মবিশ্বাসের সাথে গুণগত সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রত্যাশা পূরণের জন্য আসক সক্ষম। তাই আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গনতন্ত্রকে শক্তিশালী করার জন্য আসক-এর প্রয়োজনীয় ভূমিকাকে বিবেচনায় রেখে এবং স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) লক্ষ্য ৩, ৪, ৫, ১১ ও ১৬ বাস্তবায়নে বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে আসক।

১. আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি করে আসছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো বিচার প্রাপ্তিতে নাগরিকের অভিগম্যতা নিশ্চিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়, বস্তিবাসীর পূনর্বাসন সংক্রান্ত বিষয় এবং ইনফরমাল শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় ইত্যাদি। এ বিষয়গুলো এসডিজি এর লক্ষ্যমাত্রার নিম্নলিখিত বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ:

- সকলের জন্য ন্যায্যতাভিত্তিক ও মানসম্পন্ন শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ (লক্ষ্য-৪)
- লিঙ্গীয় সমতা আনয়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ণ (লক্ষ্য-৫)
- মানব বসতি ও শহরগুলোকে নিরাপদ, মনোরম ও স্থিতিশীল রাখা (লক্ষ্য-১১)
- শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক সমাজ বিনির্মানে ত্বরান্বিতকরন, সকলের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণ, সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহি ও অংশগ্রহণমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা (লক্ষ্য-১৬)

সুশীল ও উন্নয়ন সংগঠন এবং সরকারের সাথে এসডিজি এর এই চারটি ইস্যুতে কনসালটেশন এবং সরকারের সাথে এ্যাডভোকেসি করার উদ্দেশ্যে আসক ডিসেম্বর ২০১৬-জুলাই ২০১৭ মেয়াদে **"জাতীয় মনিটরিং এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্য ও ন্যায় বিচার উন্নয়ন পর্যালোচনা"** প্রকল্প Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) এর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করেছে।

অর্জনসমূহ:

এই প্রকল্পের আওতায় তিনটি ফোকাল দল আলোচনায় মহাখালী, রায়ের বাজার এবং কল্যাণপুর বস্তির মোট ২৫জন নারী এবং ২০জন পুরুষ অংশগ্রহণ করে। তাছাড়া ১৪টি বস্তি থেকে ১৪জন নারী ও ১২জন পুরুষ বস্তিবাসীরদের সঙ্গে পরামর্শ বিষয়ক কর্মশালায় অংশ নেয়। তাছাড়া **"বস্তিবাসীদের অধিকার ও বাস্তবতাঃ টেককই উন্নয়নের অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাধা ও করণীয়"** শীর্ষক জাতীয় পরামর্শ সভায় সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম ও বস্তিবাসীরা অংশগ্রহণ করে। যেখানে তারা এসডিজি এর প্রেক্ষিতে বস্তিবাসীদের অধিকার বিষয়ে তাদের মতামত ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন। এই প্রকল্পের চুড়ান্ত রিপোর্টে এসডিজির লক্ষ্য ৪, ৫, ১১ ও ১৬ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

২. আসক স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (এসডিজি) লক্ষ্য ৪, ৫, ১১ ও ১৬ বাস্তবায়নে ২০১৭-২১ মেয়াদকালের **"মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গণতন্ত্রকে শক্তিশালীকরণ"** প্রকল্প-এর কার্যক্রম শুরু করেছে Embassy of Switzerland, Embassy of Denmark and Embassy of Sweden, Dhaka- এর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করেছে । এবং ন্যায়বিচার এ প্রবেশাধিকার, মামলা পরিচালনা, জনস্বার্থে মামলাসমূহ, তদন্ত, আইনগত পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিজম, প্রকাশনা, তথ্য সংগ্রহ, অভ্যন্তরীণ লবি করার ক্ষেত্রে সুবিধাদি প্রদান, সর্বোপরি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্যের উন্নয়ন ও দেশে মানবাধিকার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠায় নাগরিকদের দক্ষতার উন্নয়নে অবদান রাখবে। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশে মানবাধিকার পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন সাধন। এই প্রকল্পের মূল ফোকাস হল -

- স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীগণ যাতে মানবাধিকার ও লিঙ্গ সমতা বিষয়ে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে সেভাবে তাদের সক্ষমতা তৈরি করা।
- আইনগত সহায়তার মাধ্যমে ক্ষমতাহীন মানুষদের বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বাড়ানো;
- কর্মজীবী শিশুরা যাতে ক্রমবর্ধমানভাবে মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে;
- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যেন মানবাধিকার বিষয়ে ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে।

লক্ষ্যমাত্রা ঃ

উদ্দেশ্য	লক্ষ্য
প্রভাব: মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নত হয়েছে, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ব্যবস্থায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব সমাধানের পরিস্থিতি উন্নত	• মানবাধিকার পরিস্থিতি লঙঘন বৃদ্ধির প্রতিবাদে রাষ্ট্রীয় সংস্থা (ইউপি, MOWCA, জেলা লিগ্যাল এইড কমিটি, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠান, আরটিআই, ইত্যাদি) এবং কমিউনিটি পর্যায় থেকে অধিকার দাবি করেছে • সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ স্থানীয় পর্যায় থেকে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (ইউপি, গ্রাম আদালত,সালিশ, স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি, ইত্যাদি) পর্যন্ত বৃদ্ধি

উদ্দেশ্য	লক্ষ্য
হয়েছে এবং, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ মানবাধিকার এবং লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করনে সক্রিয় হয়েছে	পেয়েছে • কর্মজীবী শিশুরা তাদের মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারছে • দ্বন্দ্ব সমাধান পরিস্থিতির (অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক) হার ক্রমাগত উন্নত হয়েছে • আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং রাষ্ট্রীয়#প্রতিষ্ঠানসমূহের যৌথ উদ্যোগ/সম্মিলিত প্রচেষ্টা বিভিন্ন রিপোর্ট/বিবৃতিতে উল্লেখিত হয়েছে।
আউটকাম ১: স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীগণ মানবাধিকার ও লিঙ্গ সমতা বিষয়ে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব নিয়েছে এবং পালন করেছে	• মানবাধিকার কর্মীগণ মানবাধিকার লঙঘনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে এবং অধিকার দাবী করছে। (১৮০০জন মানবাধিকার কর্মী) • মানবাধিকার এবং লিঙ্গ সংবেদনশীল সংস্কৃতি মানবাধিকার কর্মীগণের মাধ্যমে উন্নীত হয়েছে। (৬০জন মানবাধিকার কর্মী) • নথিভুক্ত নারীর প্রতি সহিংসতার (ঠঅড) ঘটনার প্রতিবাদ করা হয়েছে এবং সহিংসতার শিকার ব্যক্তিবর্গকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। (৭০০টি ঘটনা) • মানবাধিকার বিষয়ক শিক্ষা সহ-পাঠক্রম কার্যক্রম হিসেবে গৃহীত হয়েছে এবং উচ্চ বিদ্যালয়ের মাধ্যমে অনুশীলন করা হচ্ছে। (২০টি বিদ্যালয়)
আউটকাম ২: আইনগত সহায়তার মাধ্যমে ক্ষমতাহীন মানুষদের বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বাড়ছে	• ক্ষমতাহীন মানুষদের, বিশেষত নারী ও শিশুদের বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বাড়ছে। (৪০% অথবা তার বেশী) • আইনি পরামর্শ, সালিশ এবং মামলার মাধ্যমে অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে। (সর্বমোট অভিযোগের ৮০% (মোট ৪০,০০০ অভিযোগ) • নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতার ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানানো হয়েছে এবং পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। (২০০০জন (নারী))
আউটকাম ৩: কর্মজীবী শিশুরা ক্রমবর্ধমানভাবে মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারছে	• শিশুরা শোষণমূলক কর্মপরিবেশ থেকে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং একটি শিশু বান্ধব পরিবেশে বসবাস করছে। (৫০০জন শিশু)
আউটকাম ৪: রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান (MOHA, MOLJPA, NHRC, MOFA ইত্যাদি) এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা (UNHRC, সাউথ এশিয়ান ফর হিউম্যান রাইটস, ফোরাম-এশিয়া ও APWLD ইত্যাদি) মানবাধিকার বিষয়ে ক্রমবর্ধমান প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে বিচার ব্যবস্থার প্রতি সম্মান রেখে	• মানবাধিকার বিষয়ে আসক'র আপিল কার্যক্রমে রাষ্ট্র (যেমন-আইন বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান) পদক্ষেপ নিয়েছে। (৬০% আবেদনকারীর ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহন) • মানবাধিকার বিষয়ের সাথে সর্ম্পকৃত রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। (৫টি এনএইচআরসি এসাইনমেন্ট প্রতিবেদন ও ১টি ইউপিআর সুপারিশ প্রতিবেদন) • মানবাধিকার বিষয়ক মনিটরিং এবং প্রতিবেদনে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের অগ্রগতি হয়েছে। (প্রয়োজন অনুযায়ী)

অর্জনসমূহ (২০১৭):

- স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীগণ যাতে মানবাধিকার ও লিঙ্গ সমতা বিষয়ে সক্রিয়ভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারে, সেভাবে তাদের সক্ষমতা তৈরি করার লক্ষ্যে মানবাধিকার ও লিঙ্গ সমতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে, সভা করা হয়েছে এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দিবস উদযাপন, লিগেল ক্যাম্প ও নাটক মঞ্চায়ন করা হয়েছে।

- বিচার ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকার বাড়ানোর লক্ষ্যে ক্ষমতাহীন মানুষদের আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, আইনী পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে, পারিবারিক আইনের আওতাভূক্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি সালিশের মাধ্যমে করা হয়েছে, হেল্প লাইন সহায়তা প্রদান করা হয়েছে, নির্যাতিত ব্যক্তিকে আইনী সহায়তার পাশাপাশি মনোসামাজিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- কর্মজীবী শিশুরা যাতে ক্রমবর্ধমানভাবে মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারে, সেজন্য কর্মজীবী শিশুদের শিক্ষাও শিক্ষা উপকরণ, প্রশিক্ষণ, খাবার, মনোসামাজিক ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

- রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে মতবিনিময় সভা করা হয়েছে, মানবাধিকার লংঘনজনিত ঘটনার তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে,

প্রেস বিবৃতি প্রদান ও প্রেস কনফারেন্স করা হয়েছে, মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে, মানবাধিকার পরিস্থিতির উপর মাসিক ই-বুলেটিন ও ত্রৈমাসিক বুলেটিন প্রকাশিত হয়েছে, জনস্বার্থে মামলা করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ ও অন্যান্য সংস্থাসমূহের সাথে এ্যাডভোকেসি, নেটওয়ার্কিং ও সভা করা হয়েছে এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা হয়েছে।

৩. "ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদের যৌন নির্যাতন" প্রতিরোধ প্রকল্প।

রূপকল্প ২০২১ এর অন্যতম লক্ষ্য হলো সব শিশুর গুনগত শিক্ষা নিশ্চিত করা সেই সাথে এই আসকের প্রকল্পের দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হচ্ছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকত, সাতক্ষীরা সুন্দরবনের ট্যুরিজম এলাকায় এবং রাজশাহী জেলায় ইন্টারনেটের অপব্যবহার ও ট্যুরিজমের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া শিশুদের শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত করা, শিক্ষার মূল স্রোতধারায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, কারিগরী শিক্ষা সমাপ্ত করে তাদের বয়স এবং সামর্থ্য অনুযায়ী উপযুক্ত কাজে অংশগ্রহন যার মাধ্যমে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি। প্রকল্পটি জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সরাসরি ভূমিকা রাখবে। এছাড়া প্রকল্পের প্রধান চারটি নির্দিষ্ট কর্মক্ষেত্র হচ্ছে অনলাইনের মাধ্যমে নির্যাতিত শিশুদের গুণগত শিক্ষা প্রদান, তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা, নীতিমালা প্রনয়ন এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে সমাজে শান্তি ফিরিয়ে আনা এবং ঝুঁকির মধ্যে থাকা শিশুদের উপর নির্যাতন, শোষণ এবং নিপীড়ন বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ এবং একীভূত সমাজ গড়ে তোলা। এর সাথে সম্পর্কিত এসডিজি-এর লক্ষ্য তিনটি হচ্ছেঃ ৪.গুণগত শিক্ষা, ৫.জেন্ডার সমতা এবং ১৬. শান্তি এবং ন্যায়বিচার।

গবেষনা, এডভোকেসি, সচেতনতা এবং প্রচারনা মূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইন্টারনেট এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদের যৌন নির্যাতনের বিষয়টি তুলে ধরা যার ফলে সুশীল সমাজ এবং শিশু অধিকার রক্ষায় অনলাইনে শিশুদের সুরক্ষা এবং ট্যুরিজমে শিশু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অবদান রাখতে পারে।

উদ্দেশ্যসমূহ ঃ

- যে সকল শিশু ইন্টারনেটের অপব্যবহার ও ট্যুরিজমের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এবং যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে জীবন দক্ষতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের মনোবল দৃঢ় করে তোলা।
- ইন্টারনেটের অপব্যবহার ও ট্যুরিজমের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়ে শিশুর অধিকার যে লংঘিত হচ্ছে তা তুলে ধরা
- ন্যায়বিচার পাওয়ার জন্য যৌন নির্যাতনের শিকার হওয়া শিশুদেরকে সরাসরি আইনী সহায়তা প্রদান
- ত্রুটিপূর্ণ নীতি, আইন এবং অনুশীলন চিহ্নিত করা এবং এগুলোর সংস্কারের জন্য কাজ করা
- ইন্টারনেটের অপব্যবহার অথবা ট্যুরিজমের মাধ্যমে যে সকল শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় এবং যারা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে আইনের সংস্কার বা কার্যকর পদক্ষেপের মাধ্যমে শিশু অধিকার পরিস্থিতি উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় সংস্থাসমূহকে তাগাদা দেয়া
- ইন্টারনেটের অপব্যবহার অথবা ট্যুরিজমের মাধ্যমে যে সকল শিশুরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয় তাদেরকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা সেবা সহায়তা প্রদান করে অগ্রগতি সাধন।

অর্জনসমূহ:

কার্যক্রমের নাম	অর্জন (২০১৬-২০১৭)
ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের শিকার এবং নির্যাতনের ঝুঁকির মধ্যে থাকা ৮৪০ জন ছেলে শিশু এবং ১৫৬০ জন মেয়ে শিশু শিক্ষা সেবা পাবে	১২০০জন শিশুকে শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এনে শিক্ষা সেবা দেয়া হয়েছে যাতে করে তাদের ভিতর থেকে আগ্রহী শিশুদেরকে পরবর্তীতে মূলধারার শিক্ষায় অর্ন্তভুক্ত করা হয়।
১৪৮ জন ছেলে এবং ২৭৪ জন মেয়ের জন্য যথোপযোগী কাজের ব্যবস্থা করা	২০৪ জন কারিগরী প্রশিক্ষণ শেষে এদের মধ্য থেকে ৩৭জন শিশুকে তাদের উপযোগী কাজের ক্ষেত্র বের করে সুযোগ করে দেয়া হয়েছে যাতে করে তারা নিজের পায়ে দাড়াঁতে সক্ষম হয়।
১৫০০ কমিউনিটির সদস্য ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে যৌন নির্যাতনের বিষয়ে সচেতনতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহন	কর্মশালার আয়োজন করে ১৪৪৮জন কমিউনিটির সদস্যগনকে বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রমে নেয়া হয়েছে যাতে করে যে কোন শিশুর

কার্যক্রমের নাম	অর্জন (২০১৬-২০১৭)
করবে	উপর এ ধরনের ঘটনায় তারা পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হয়।
১৫০০ পরিবারের জন্য কাউন্সেলিং সহযোগিতা	শিশুদের ১৫০ পরিবারকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে যাতে করে তারা মানসিক মনোবল ফিরে পায় এবং অনলাইনে শিশুরা নির্যাতিত হলে সমস্যাগুলো নিয়ে তাদের অভিভাবকের সাথে কথা বলতে পারে এবং অভিভাবকরা বুঝে তাদের সন্তানের সাথে ইতিবাচক আচরনে উদ্বুদ্ধ হয়।
শিশু অধিকার সুরক্ষা গ্রুপের মাধ্যমে মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরি করা	শিশু সুরক্ষা কমিটির সদস্যদের কাছ থেকে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার শিকার শিশুদের উপর এধরনের ঘটনায় পদক্ষেপ নিয়েছে এমন বিষয়ে তথ্য সম্বলিত একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে যাতে করে পরবর্তীতে সরকারকে বিষয়গুলি সম্পর্কে অবহিত করা যায়।
নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর ১টি পাঠ্যক্রম তৈরি	শিশুরা যাতে ইতিবাচক ইন্টারনেট ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয় তার জন্য একটি পাঠ্যক্রম তৈরি করা হয়েছে এবং ১০৮১জন শিক্ষার্থীকে বইটি অনুসরণ করে অবহিত করা হয়েছে যাতে করে সাইবার ক্যাফেতে নিরাপদভাবে ইন্টারনেট ব্যবহার করতে পারে।
নিরাপদ ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর পাঠ্যক্রমটি ২০টি স্কুলে অনুশীলন	শিশুরা যাতে ইতিবাচক ইন্টারনেট ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয় তার জন্য একটি পাঠ্যক্রম বের করে তা ২১৬৩ জন স্কুল গুলোতে পড়ুয়া শিক্ষার্থীসহ অন্যন্য অংশীদারগনকে কর্মশালার আয়োজন করে পাঠ্যক্রম অনুসারে ফলো করার জন্য বলা হয়েছে।
ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন নির্যাতন থেকে প্রতিরোধ করতে, সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা সম্পর্কে ৩০০ জন কমিউনিটির প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ প্রদান	৯৪ জন সরকারী, বেসরকারী এবং কমিউনিটির সদস্যদের প্রশিক্ষনের মাধ্যমে শিশুদের যৌন নির্যাতন থেকে মুক্ত করতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন নির্যাতন থেকে প্রতিরোধ করতে ৪টি ব্যাক্তিমালিকানাধীন সংগঠন দায়িতশীল হবে	ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশুরা যে যৌন নির্যাতনের শিকার হয় সে সম্পর্কে সচেতন করার জন্য লিফলেট তৈরি করার পরামর্শ দিয়েছের যার আলোকে শিশু সহ সকল স্তরের স্টেকহোল্ডারদের সচেতন করার জন্য একটি লিফলেট বিতরনের জন্য প্রনয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ দায়িত্ব নিয়ে সাইবার ক্যাফের পরিবেশ ভাল রাখতে সহায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়।
প্রতিকার	
৫০০ জন ছেলে এবং ১৫০০ জন মেয়ে ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে আইনগত সহায়তা গ্রহন করবে	অসহায় শিশুদেরকে তাদের পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ৮ জনকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হয়েছে যাতে করে তারা তাদের ন্যায্য বিচার পেতে সচেষ্ট হয়।
ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা করতে তাৎক্ষনিক ২০১জনকে নিরাপত্তা দেয়া	ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন নির্যাতন থেকে রক্ষা পেতে ১০ জনকে নিরাপত্তা দেয়ার ব্যবস্থা করা

কার্যক্রমের নাম	অর্জন (২০১৬-২০১৭)
	হয়েছে এবং ৫টি কেস ফলোআপের মধ্যে রয়েছে যাতে করে তারা সাময়িকভাবে তাদের অসুবিধা কাটিয়ে উঠতে পারে।
২৬টি শিশু অধিকার রক্ষা ফোরাম গঠন	কর্ম এলাকাগুলোতে ২৭টি শিশু সুরক্ষা কমিটি গঠন করা হয়েছে যাতে করে তারা শিশুদের নিরাপত্তার জন্য এলাকায় ভূমিক রাখতে পারে এবং তাদের দেয়া তথ্য সংবলিত একটি মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে যা প্রতিবেদন আকারে বের হচ্ছে।
ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন নির্যাতন থেকে প্রতিরোধ করতে ৫০০জন কমিউনিটির সদস্যকে সচেতন করা	কমিউনিটির ৯৪ জন সদস্যকে কর্মশালা, ট্রেনিং এর মাধ্যমে সচেতন করা হয়েছে যাতে করে তারা যে কোন ঘটনায় সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে পারে।
ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন নির্যাতনেরবিষয়ে মিডিয়াতে প্রচারনা	শিশুরা যে ইন্টারনেটএবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে যৌন নির্য্াতনের শিকার হয় সে বিষয়ে মিডিয়াকে কর্মশালার আয়োজন করে সচেতন করা হয়েছে যা পরবর্তীতে সুপারিশ আকারে সরকারকে দেয়ার জন্য একত্র করা হয়েছে।
যথাযত সরকারী কর্তৃপক্ষের নিকট, ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশু-যৌন নির্যাতন বিষয়ক ৬টি দলিল উপস্থাপন	ইতিবাচক ইন্টারনেট ব্যবহারের উপর বিভিন্ন রকম পাঠ্যক্রম, দলিল, গবেষনা, তথ্য সংগ্রহের কৌশল তৈরি করা হয়েছে যা সরকার থেকে শুরু করে সকল মহলে ব্যাপক আলোচনার সূত্রপাত ঘটাতে সহায়ক ভূমিকা নিতে সক্ষম হয়।
SAIVAC and ECPAT এর সাথে যৌথ উদ্যোগে ইন্টারনেটের অপব্যবহার এবং ট্যুরিজমের মাধ্যমে শিশুদেরকে যৌন নির্যাতনের বিষয়টি নিয়ে ৮টি আঞ্চলিক উদ্যোগ নেয়া	আন্তর্জাতিকভাবে উক্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য দুইটি আঞ্চলিক ফোরামের সাথে শেয়ার করা হয়েছে যাতে করে ভবিষ্যতে এই বিষয়ে কাজ করতে গেলে সরকারের দৃষ্টিতে পড়ে।
শিশুদেরকে অনলাইন এবং ভ্রমন ও যাতায়াতের ক্ষেত্রেযৌন নির্যাতন ও শিশুদের অসহায়ত্ব কমিয়ে আনতে একটি সমাধানমূলক কৌশল তৈরি করা	শিশুদের প্রতি নির্যাতন থেকে বের করে আনার জন্য একটি কৌশল পত্র তৈরি করা হয়েছে যার মাধ্যমে কর্মএলাকার তথ্যগুলো তুলে আনা সহজ হয়েছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনা:

এই প্রকল্প আগামী ২০১৮ সালেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে পরিকল্পনা করেছে। আগামী বছর উল্লিখিত কার্যক্রম গুলোকে চলমান রাখা হবে। বিশেষ করে অ্যাডভোকেসির কার্যক্রমগুলোকে জোড়দারকরন করা হবে।

৪. মনিটরিং চাইল্ড রাইটস সিচুয়েশন ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

এই প্রকল্পের মাধ্যমে নাগরিক সমাজের সহায়তায় বাংলাদেশে সরকার শিশু অধিকার রক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে যে সকল অঙ্গিকারকরে থাকে বিশেষ করে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সমাপনী পর্যবেক্ষন এবং শিশু বিষয়ক ইউপিআর প্রতিবেদনে বাংলাদেশ সরকারকে যে সকল সুপারিশ করা হয় সে গুলি বাস্তবায়নে সরকারের গৃহিত পদক্ষেপের অগ্রগতি পর্যবেক্ষন করা হয় ও সে অনুযায়ী সরকারের সাথে শিশু অধিকার রক্ষা ও উন্নয়নে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য প্রয়োজনীয় অ্যাডভোকেসি করা হয়।

মূলত: দুইভাবে প্রকল্পের কাজ পরিচালিত হয়। শিশু অধিকার পরিস্থিতি মনিটরিং এবং প্রাপ্ত মনিটরিং এর তথ্যের ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে এ্যাডভোকেসি করা ও অ্যাডভোকেসি পরিচালনা করার জন্য দক্ষ নাগরিক সমাজ গড়ে তোলা । এর প্রকল্পের কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে সেপ্টেম্বর ২০১৫ তে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার যে ১৭টি গোল নির্ধারন করা হয়েছে তার মধ্যে স্বাস্থ্য ও

ভালভাবে বেঁচে থাকা (লক্ষ্য -৩), গুনগত শিক্ষা (লক্ষ্য -৪), নারী পুরুষ সমতা আনয়ন (লক্ষ্য-৫) এবং শান্তি, ন্যায়বিচার (লক্ষ- ১৬) অর্জনেও ভুমিকা রাখছে সরাসরি। এই প্রকল্প শিশু অধিকার পরিস্থিতি মনিটরিং এর মাধ্যমে বাংলাদেশে শিশুদের শিক্ষা ,স্বাস্থ্য, মেয়েশিশু এবং ছেলে শিশুর মধ্যে জেন্ডার বেষম্য দুরিকরনে এবং শিশুর প্রতি সকল ধরনের সহিংসতা বন্ধে ও শিশুর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার যে সকল পদক্ষেপ গ্রহন করেছে তার অগ্রগতি ও ফলাফলের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে এবং এসকল ক্ষেত্রে যে শূন্যতা রয়েছে সে অবস্থার উন্নয়নে আরও যে সকল পদক্ষেপ গ্রহন করা করা প্রয়োজন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট সুপারিশ করে থাকে। এসকল সুপারিশে সরাসরিভাবে শিশুর গুনগত শিক্ষা নিশ্চিতকল্পে ,শিশুর সুসাস্থ্য ও সুন্দর জীবন নিশ্চিত করার বিষয়ে , শিক্ষা ব্যবস্থা সহ সর্বত্র মেয়ে শিশু আর ছেলে শিশুর মধ্যে বেষম্য নিরসনে এবং শিশুর জন্য সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য যে সকল সুপারিশ করা হয় পরবর্তীতে সেগুলির বাসতবায়নে পুনরায় পর্যবেক্ষন করা হয়ে থাকে ফলে এসকল ক্ষেত্রে সরকারের দুষ্টি রাখতে নাগরিক সমাজ সহযোগীতা করে থাকে। এর মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই প্রকল্প অবদান রাখার সুযোগ করে নিয়েছে।

অর্জনসমূহ:

২০১৫ এর সেপ্টেম্বরে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারনের পর এই প্রকল্প শিশুদের জন্য একটি পৃথক শিশু অধিদপ্তর গঠন এবং একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন শিশু অধিকার কমিশন গঠনের লক্ষে এ্যাডভোকেসি করছে এবং সরকার এই দুটি প্রাতিষ্ঠানিক সংগঠনের বিষয়ে নীতিগতভাবে একমত পোষন করেছেন এবং এর জন্য কমিটি গঠন করে কাজ শুরু করেছে। ফলে শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সুসমন্বয় নিশ্চিত করে শিশুদের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব হবে এবং শিশু অধিকার কমিশনে গঠনের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রতি দায়িত্বশীল সকল প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিকে জবাবদিহিতার মধ্যে এনে শিশু সর্ব্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষায় সকল ধরনের উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও নির্দেশনার মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারী পুরুষ সমতা আনয়ন সহ শান্তি ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। এই প্রকল্প শিশুর প্রতি অব্যাহত সহিংশতা বন্ধে এবং শিশুর ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকারের সঙ্গে স্বল্পমেয়াদি এবং দীর্ঘমেয়াদি এ্যাডভোকেসি পরিচালনায় সহযোগী হিসেবে কাজ করার জন্য সুনির্দিষ্ট সুপারিশমালা প্রস্তুত করেছে । এছাড়াও এই প্রকল্প প্রতিবছর বার্ষিক শিশু অধিকার পরিস্থিতির উপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করে থাকে যে শিশু পরিস্থিতি উন্নয়নে এসকল লক্ষ্যকে লক্ষ করে সুপারিশ করা হয়েছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনা:

এই প্রকল্প আগামী ২০১৮ সালেও টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে পরিকল্পনা করেছে। ভবিষৎএ এই প্রকল্প শিশুদের জন্য একটি পৃথক অধিদপ্তর গঠন ও জাতীয় শিশু অধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠার লক্ষে জোর এ্যাডভোকেসি করবে এবং শিশুর প্রতি সহিংসতা বন্ধে একটি সুপারিশমালা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয়ে প্রেরন করবে ও এর বাস্তবায়নে নাগরিক সমাজকে নিয়ে একত্রে প্রচারণা এবং অ্যাডভোকেসির কাজ করবে। তাছাড়া এই প্রকল্প নিয়মিতভাবে শিশু অধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিশুর স্বাস্থ্য, গুণগত শিক্ষা , নারী পুরুষ সমতা আনয়ন ও শান্তি ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় তথ্য সংগ্রহ করার কাজ অব্যাহত রাখবে এবং প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সরকারের সঙ্গে আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় এ্যাডভোকেসি পরিচালনা করবে ।